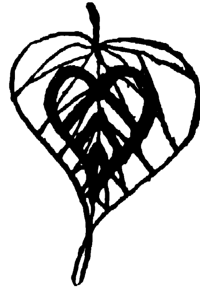




সাত সমুদ্দুর তের নদী লঙ্কাদ্বীপের পার,
তেপান্তরের মাঠে নামে রাতের অন্ধকার,
তেপান্তরের মাঠের মাঝে বোম্বা শিমুল গাছ
আগ্‌ডালে তার বসে আছে কাঁকুড়শিঙে মাছ।

মাছের পেটে মাণিক জ্বলে, হাজার বাতির আলো,
সারা মাঠটি আঁধার ঘেরা ঘুট্‌ঘুট্টে কালো;
যায় না দেখা গাছের পাতা যায় না দেখা মাটি,
জলের ধারে কোলা ব্যাঙ চলছে হাঁটি হাঁটি;

আকাশ পানে চোখ দুটো তার পাতাল পানে হাঁ,
আসশেওড়ার . ঝোপের মাঝে হুতুম্‌থুমোর ছাঁ।
ঘুমের ঘোরে দেয়ালা ক'রে কাঁকুড়শিঙে হাসে,
হাজার বাতি উঠল জ্বলে মাঠের চারি পাশে।

হকচকিয়ে কোলা ব্যাঙ ওপর পানে চায়,
গুটি গুটি হুতুম্‌থুমো ধর্‌ল এসে তায়।
ফাটাল বয়ে ময়াল সাপ শিমুল গাছে চড়ে,
ঘুম ভেঙে যায় কাঁকুড়শিঙের মাথার টনক নড়ে।

এক লাফেতে পালিয়ে গেল কাঁকুড়শিঙে মাছ,
পিছ্‌লে পড়ে ময়াল সাপ, তেলা শিমুল গাছ,
হুড়মুড়িয়ে ভেঙে গেল শিমুল গাছের ডগা
কাঁকালভাঙা ময়াল সাপে নিয়ে গেল বগা।

মনের সুখে কাঁকুড়শিঙে সাগর দোলায় দোলে,
হেসে ওঠে খোকনমণি জেগে মায়ের কোলে।
ঝিক্‌মিকিয়ে শিমুল চূড়ো নাম্‌ল ভোরের আলো,
খোকার সাথে খুকুমণি পড়বে লালকালো।

এই বইয়ের সমস্ত ছবি
স্থপ্রসিদ্ধ চিত্রকর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন আঁকিয়াছেন,
কেবল "ঐ বুঝি করে হাঁ নাহি যার নাম" ছবিটি
লেখকের নিজের আঁকা

লাল কালো



রাজার রাণী মরে অভিমানে

লালকালো

ঘোষেদের পুরনো ভিটের ধারে যে ডোবা আছে, তার একদিকে কালো পিপীলিদের রাজ্য, আর একদিকে লাল পিঁপড়েদের রাজত্ব। দুই রাজত্বে বিশেষ বনিবনাও নেই। কালো ও লাল পিঁপড়েদের মধ্যে প্রায়ই খুঁটিনাটি নিয়ে ঝগড়া মারামারি হয়।

আজ বড়ই গুমোট করেছে, পিপীলিদের কালো বউ ডোবার ধারে জল নিতে এসেছে। কালো বউয়ের রূপের ঠ্যাকারে মাটিতে পা পড়ে না। তার উপর সে কালো রাণীর পেয়ারের সখী। এ ঘাটে যখন কালো বউ জল ভরছে, ডোবার ওপারে লাল পিঁপড়েদের একদল পল্টন কুচকাওয়াজ করতে এল। পল্টনের দলের এক ডেঁপো ছোকরা কালো বউকে দেখে সুড়সুড় করে এপারে এগিয়ে এসে হাতমুখ নেড়ে কালো বউয়ের উদ্দেশে ঠাট্টা-তামাশা জুড়লে। কালো বউ রেগে ঘাড় বেঁকিয়ে, ঘাট থেকে উঠে এসে গালাগালি দিতে দিতে বাড়ীর দিকে চল্‌ল। লাল ডেঁপো গান ধরলে,

কালো বউ কালো কোলো,
জলে ঢেউ সামলে চোলো।

কালো বউ একেবারে হন্‌হন্‌ করে রাণীর কাছে উপস্থিত হয়ে আছড়ে পড়ল। 'কি হ'ল কি হ'ল' বলে রাণী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন,

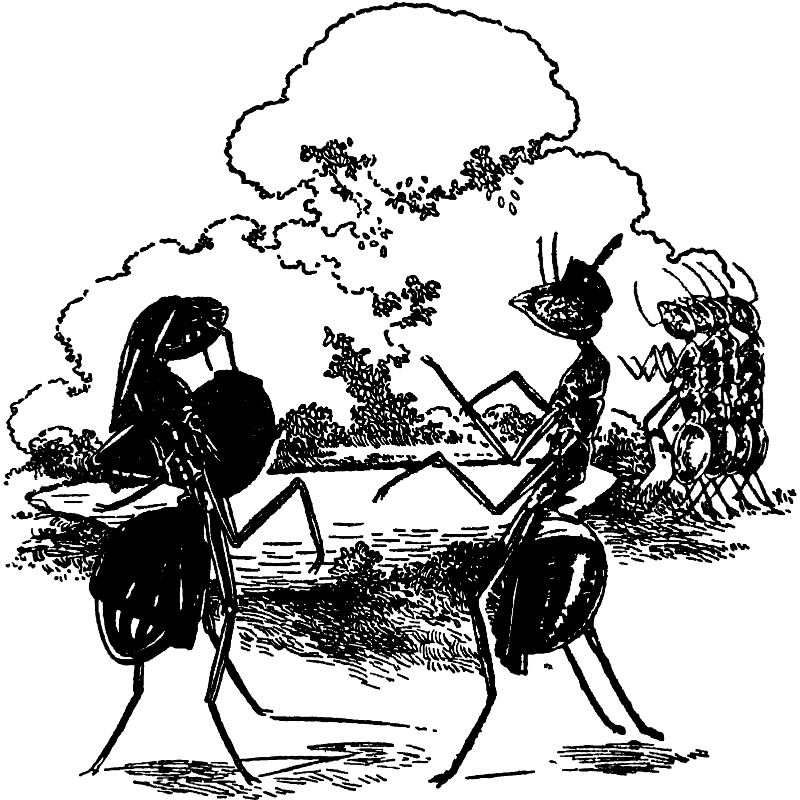
রাঙামুখো বজ্জাতে করে অপমান
গরল ভখিব আমি তেজিব পরাণ।

রাণী সব কথা শুনলেন। “এক্ষুণি এর প্রতিকার ক'রব। সখী আমরুলপাতা আর বেলকাঁটা নিয়ে আয়, আমি রাজাকে লিপি পাঠাই।”

চিঠি লেখা হ'ল, সাঁড়াশীমুখো প্রতিহারী শুঁড় বেঁকিয়ে লিপি নিয়ে রাজসভায় গেল। কালো পিপীলিদের রাজা পাত্রমিত্র সঙ্গে নিয়ে সজনেতলায় সভা কালো করে বসেছেন। ডাইনে কালো মন্ত্রী, বাঁয়ে কেলে কোটাল সেনাপতি। সভায় সড়সড়ে পিঁপড়ে ফরফর করে এদিক-ওদিক ঘুরে খবরদারি করছে। অর্থী প্রার্থী সব জোড়হাতে শুঁড় নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময়ে প্রতিহারী ঝুঁকে মাটিতে শুঁড় ঠেকিয়ে রাজাকে অভিবাদন করলে। রাজা চিঠি পড়লেন। পড়ে মন্ত্রীর হাতে দিলেন। বললেন, “মন্ত্রী এর কি বিহিত করা যায়?”

মন্ত্রী অনেকক্ষণ বসে বিজ্ঞের মত শুঁড় নাড়তে লাগলেন। বললেন, “মহারাজ, লাল পিঁপড়েরা বড়ই দস্তি হয়েছে, ধরাকে তারা সরা জ্ঞান করে। রোজই দেখি তাদের সৈন্যেরা দলে দলে কুচকাওয়াজ করে। একটা ছুতো পেলেই আমাদের রাজ্য আক্রমণ করে সর্বনাশ করবে। আমি বলি কি মহারাজ, মহারাণীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলুন যে, ছোট-লোকের এসব তুচ্ছ কথায় কান না দেন।”

রাজা বিষম ভাবিত হলেন। রাণীর অনুরোধ রক্ষে না করলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটবে। আবার এদিকে রাঙা পিঁপড়েকে সাজা দিতে গেলে লড়াই অবশ্যম্ভাবী। অনেক ভেবে-চিন্তে রাজা প্রতিহারীকে বললেন, “দেখ, তুমি রাণীমাকে চুপি চুপি বল যে এসব তুচ্ছ কথায় তিনি যেন কান না দেন। দেখ, কারও সামনে যেন এসব বোলো না, তাতে রাণীমার মানে আঘাত লাগতে পারে।”



কালো বউ কালো কোলো

প্রতিহারী রাণীর কাছে খবর নিয়ে গেল।

এহেন বাণী, শুনি কানে কানে,
রাজার রাণী মরে অভিমানে।
আসিল বাঁদী, সখী হাতে পাখা,
কহিল কাঁদি, কথা মধুমাখা,

"কেন গো রাণী, মুখে নাহি ভাষা,
চক্ষুতে পানি, কেন নাহি হাসা ?"
বসিল বাঁদী পদতলে আসি
কহিল সাধি, "আমি তব দাসী,

বল না মোরে, কেবা দিল ব্যথা,
আনিব ধরে, কাটি দিব মাথা।"
বিনানো ছাঁদে, দোলাইয়া পাখা
সখীরা কাঁদে, বলে, "কেন রাখা—

দুঃখের ভাগ নাহি যদি দিলে,
মনের রাগ মনেতে পুষিলে ?"
রাগিয়া টানি পদ দুয়খানি
কহিলা রাণী অতি অভিমানী—

"কেন রে মিঠা দিলি হাত গায় ?
নুনের ছিটা দিলি কাটা ঘায় !
মরণ মোর নাহি কোনো কালে,
এ দুঃখ মোর ছিল গো কপালে !

বাসন মাজে ঝি যেবা সেও গো
স্বাধীন কাজে মন-সুখে রয় গো,
রাজার রাণী আমি হয়ে কি না
এ অপমানী রে, কারণ বিনা !

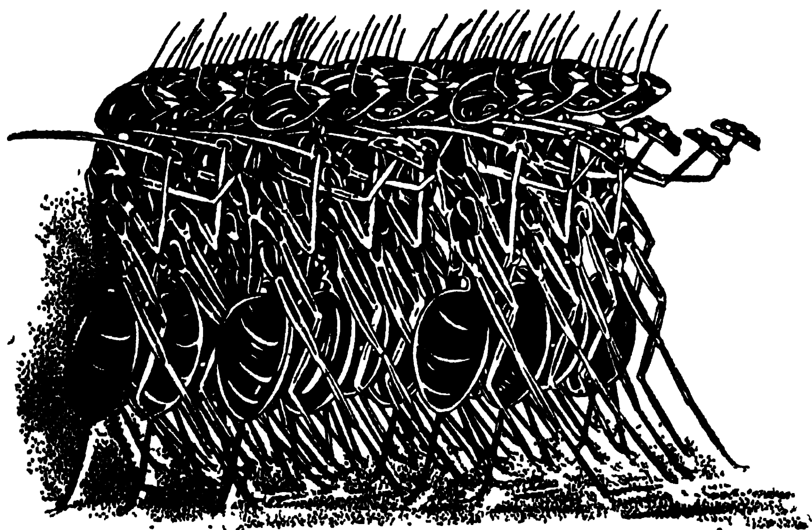
যদি বা ব্যাঙে মারিত রে লাথি,
কিংবা ঠ্যাঙে চাপিত রে হাতী,
এ দুখ ঘোর নাহি হ'ত মোর,
জীবনভোর ঝরিত না লোর,
দুঃখে অপার হবে প্রতিকার,
জীবন ছার না রাখিব আর।

এত বলি রাণী গোসাঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। সখী বাঁদীরা সব অনেক চেষ্টা করলে, রাণীর রাগ পড়ল না। রাণী অন্নজল ছেড়ে সাতদিন সাতরাত উপবাসী রইলেন। অনাহার অনিদ্রা ও কষ্টে রাণীর রঙ কষ্টি-পাথরের মত হয়ে গেল। সখীরা রাজাকে গিয়ে বললে, "আমরা অনেক সাধলাম, রাণী

খেলে না চিনি
খেলে না গুড়,
খেলে না মধু
মাছের মুড়।"

রাজা মন্ত্রীকে ডাকালেন। ব্যাপার গুরুতর বুঝে মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ আর উপায় নেই। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন, রাণীমাকে খেতে বলুন। আমি লালমুখো পিঁপড়েকে উপযুক্ত সাজা দেব।" কেলে কোটালের তলব পড়ল। কোটাল ফৌজ পাঠিয়ে লালমুখোকে ধরে আনলেন। ডেয়ে জল্লাদ এক কামড়ে লাল ডেঁপোর মুণ্ডু কেটে নিলে। রাণীমা অন্নজল গ্রহণ করলেন।

এদিকে লাল চর গিয়ে লাল রাজাকে জানালে কালো পিপীলিরা লাল সৈন্যের প্রাণবধ করেছে। লাল মহারাজ রাগে অগ্নিমূর্তি হলেন—

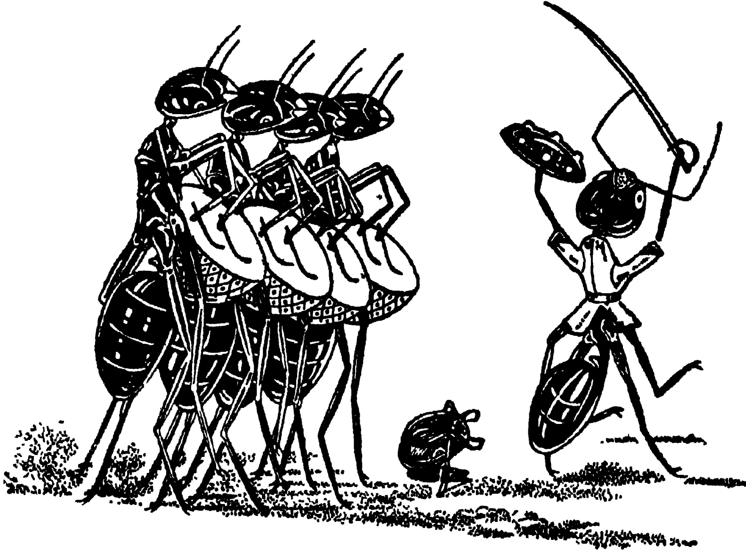


সাজে সাজে সাজে রে রঙ্গিলা পিঁপিড়ি

ক্রোধে গরগর কম্পিত মুণ্ড,
লোহিত চক্ষু ঘূর্ণিত শুণ্ড,
কড়মড়ি দন্ত মহারাজ লাল,
হুঙ্কার ছাড়ে—অন্তক কাল,
পাত্রমিত্র সভাসদ জন
ত্রাসে জড়সড় শঙ্কিত মন।

বললেন, "এক্ষুণি কালো পিপীলিদের বংশ নির্মূল করব। এতবড় আস্পর্ধা, আমার প্রজার গায়ে হাত!"

লাল সেনাপতি হাঁড়িমুখোর ডাক পড়ল। লড়াইয়ের জন্য লাল পিঁপড়ে প্রস্তুত হ'ল।



বাজে কাড়া-নাকাড়া ডা ড়া ড়া, ডি ড়ি ড়ি

সাজে সাজে সাজে রে রঙ্গিলা পিঁপিড়ি,
বাজে কাড়া-নাকাড়া ডা ড়া ড়া, ডি ড়ি ড়ি ;
হাঁড়িমুখো বেঁটে-পা চলে আগে আগে,
লাল দাঁড়ির সারি দেখে ডর লাগে ;

কুটুস্ কুট্‌কাট্ লে লে লে কিমড়ি,
নাহি ছোড়ি বান্দা এঁটেল চিম্‌ড়ি,
হাঁ করি ধড়কটা মুণ্ডটা যায়,
চামড়ে মরণেরি কামড় বসায়।

এল এল ঐ এল, পড়ে গেল সাড়া,
কেন্নুই সুড়সুড়ি ছেড়ে গেল পাড়া,

ঘাস হতে লাফায়ে তড়াক্ তিড়িং
ছাড়িয়া দিল পথ গঙ্গাফড়িং।

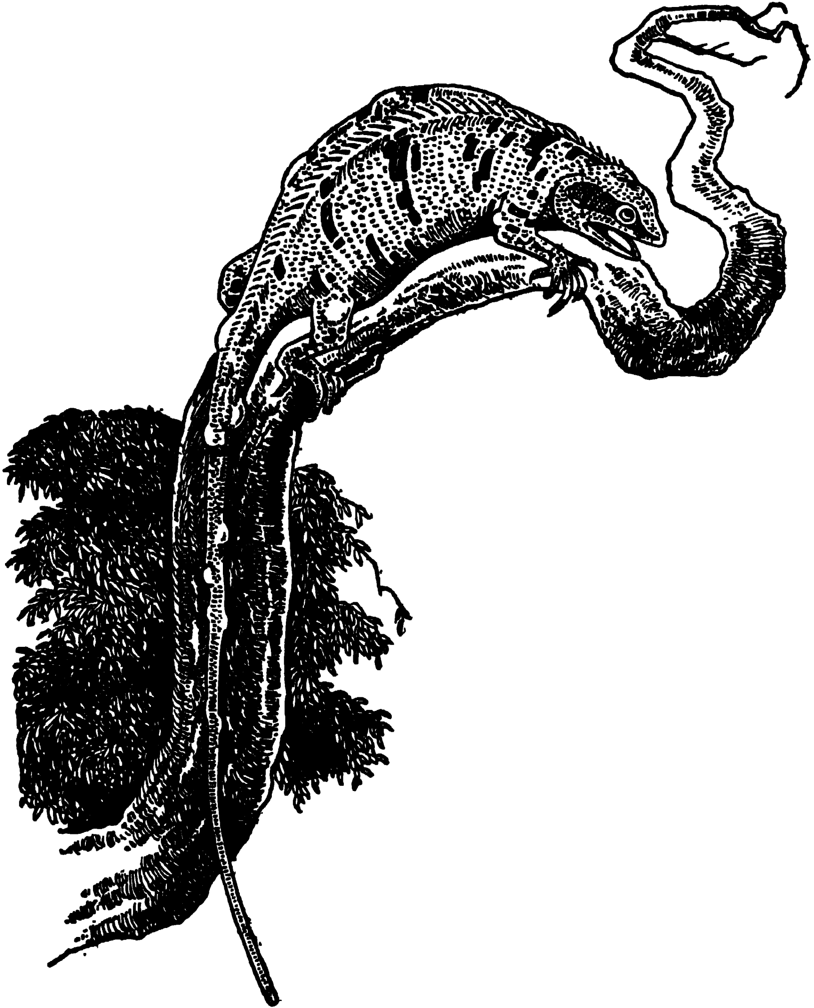
দেখি রাঙা পিঁপিড়ি কাতারে কাতার
ভাগিল যত পোকা হাজারে হাজার।

সার বেঁধে লাল পিঁপড়ের দল বিকেলবেলায় ডোবার ধারে এসে পৌঁছল। সড়সড়ে কালো পিপীলি তখুনি কালো রাজাকে জানালে শত্রু-সৈন্য ডোবার ধারে এসে পড়েছে। কেলে কোটাল সেনাপতি হুকুম জারি করলেন, “সকলে গর্তের মধ্যে যাও। আর, সৈন্যেরা সব প্রস্তুত থাক।”

ডেয়ে জল্লাদ দলবল নিয়ে ঘাঁটি আগলে ব'সল। কার বাবার সাধ্যি ভেতরে আসে। তুই দলে চর পাঠিয়ে শত্রুপক্ষের খবর নেবার চেষ্টা চলতে লাগল। কালো সৈন্যদের চর হয়ে এক ডেয়ে পিঁপড়ে গেল। কিন্তু ডোবার ধারে পৌঁছতে না পৌঁছতে তাকে লাল সৈন্য ঘিরে ফেললে,

কে তুই ডেয়ে ল্যাজ উঁচিয়ে
বেড়াস্ ঘুরে ফিরে,
বড় এলাচের দানা যেমন,
তোর তেমনি ল্যাজার গঠন,
খেলেও বুঝি ক্যাঁচর ম্যাচর করে

ইত্যাদি নানান প্রশ্নে ডেয়েকে সবাই ব্যতিব্যস্ত করে তুললে। শেষে লাল পিঁপড়েরা ডেয়েকে ধরে লাল মহারাজের কাছে নিয়ে গেল।



শরীর ফুলে ঢোল হয়েছে

নিয়ে গিয়ে বললে, "মহারাজ, এটা শত্রুর চর। এর ওপর কি আজ্ঞা হয়?"

লাল মহারাজ হেঁড়ে গলায় প্রশ্ন করলেন, "কি মতলবে এসেছিলি?"

ডেয়ে বললে, "আমি ডেয়ে, কালো ক্ষুদি পিপীলিদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই। আমি হামেশাই এদিকে চরতে আসি।"

মহারাজ হুকুম করলেন, "বজ্জাত বেটার পেটে অনেক মধু আছে, ভাঁড়ারীকে বল্ পেটের সব মধু বের করে নিয়ে ওকে ছেড়ে দিতে।"

ডোবার ধারে যেখানে লালের দল আস্তানা গেড়েছিল, সেখানে এক ভেরেণ্ডা গাছ ছিল। সেই গাছে গিরগিটি থাকতেন। তিনি রোজ বিকেলে গাছ থেকে নেমে চরতে যেতেন।

গুটিগুটি গিরগিটি নিঃসাড়ে যায়,
জিহ্বা লক্‌লকি পোকা ধরি খায়।

সেদিন বিকেলে গিরগিটি যেমন গাছ থেকে নেমেছেন, অমনি লাল পিঁপড়ের দল ছেঁকাবান করে ধরেছে। গিরগিটি কামড়ের জ্বালায় অস্থির হয়ে কোনো রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে গাছে পালিয়ে গেলেন। সেদিন আর কিছুই খাওয়া হ'ল না। শরীর ফুলে ঢোল হয়েছে। কামড়ের জ্বালায় ছটফট্ করে কোনো রকমে গিরগিটি রাত কাটাতে লাগলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, যে রকমে হোক লাল পিঁপড়েদের তিনি জব্দ করবেন।

ভোরবেলায় কুঁক্ড়ো ডাকল,

কুঁক্ড়ু কু
ভেল রে বিহান ;
উঠ রে ধিয়াপুতা
কর রে নিয়ান।

ডোবার আশেপাশে যে যেখানে ছিল সকলের ঘুম ভেঙে গেল। কালো ও লাল পিঁপড়ের দলে সাড়া পড়ে গেল। সূয্যি উঠতে না উঠতে সারি দিয়ে কালো সৈন্য বেরল। ভেরেণ্ডা গাছের নীচে কালো ও লাল পিঁপড়ের তুমুল যুদ্ধ বাধল। সমস্ত পোকামাকড় গাছতলা ছেড়ে পালাল। কেবল গিরগিটি গাছের ডালে বসে লড়াই দেখতে লাগলেন। সন্ধ্যে পর্যন্ত যুদ্ধ চল্‌ল। কালো পিপীলিদের দল প্রায় নির্মূল হয়ে গেল। রাজা, কেলে কোটাল সেনাপতি ও আরও দু'চারজন কোনোরকমে পালিয়ে গর্তের ভেতর ঢুকলেন। লাল পিঁপড়েরা 'মার্ মার্' করে গর্তের মুখ পর্যন্ত তেড়ে এল। কিন্তু ঘাঁটিতে বিকটমূর্তি ডেয়ে জল্লাদকে দেখে কারুর এগতে সাহস হ'ল না। লাল মহারাজ ডঙ্কা বাজিয়ে লাল পাতার নিশান উড়িয়ে সসৈন্যে নিজের রাজত্বে ফিরে গেলেন।

লাল সৈন্য চলে গেলে পর গুটিগুটি গিরগিটি গাছ থেকে নামলেন। দুদিন বেচারার খাওয়া হয়নি। মনের আহ্লাদে গিরগিটি লড়ায়ে যত পিঁপড়ে মরেছিল তার মধ্যে বেছে লাল পিঁপড়েদের খেলেন! লালেদের ওপর আক্রোশ তখনও তাঁর মেটেনি। খেয়েদেয়ে গিরগিটি গাছের ডালে ঘুমলেন। অর্ধেক রাত্তিরে গিরগিটি স্বপন দেখলেন, এক প্রকাণ্ড লাল



কুঁকড়ু কু ভেল রে বিহান

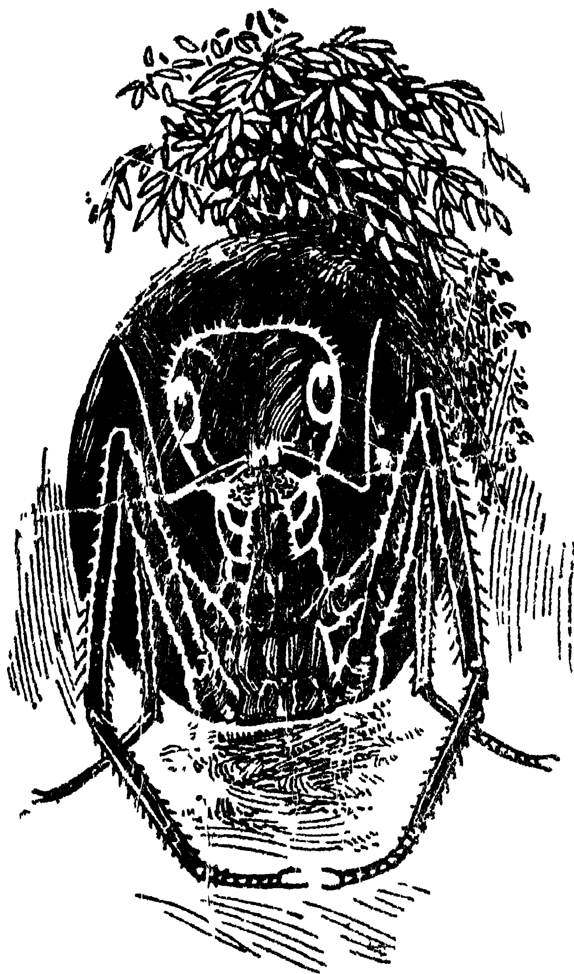
পিঁপড়ে হাঁ করে তাঁকে খেতে আসছে। ধড়ফড় করে গিরগিটির ঘুম ভেঙে গেল। অত লাল পিঁপড়ে হজম হবে কেন? গিরগিটির অম্বল বমি হ'ল। সারা গায়ে আমবাত বেরিয়ে বুক পেট জ্বালা করতে লাগল। গাছ থেকে

নেমে ডোবার ধারে গিয়ে খানিকটা জল খেয়ে তবে প্রাণ একটু ঠাণ্ডা হ'ল। লাল পিঁপড়েদের জন্যেই ত তার এত কষ্ট। কি করে লাল পিঁপড়েদের জব্দ করা যায়, সেটাই হ'ল এখন গিরগিটির প্রধান ভাবনা। তিনি ঠিক করলেন, কালো পিপীলিরা যখন লাল পিঁপড়ের শত্রু, তখন কালো রাজার সঙ্গে দেখা করে একটা উপায় করা যেতে পারে। এই ভেবে গিরগিটি সেই রাত্রেই গুটিগুটি কালো পিপীলিদের গর্তের দিকে এগলেন।

কালো রাজা লড়াই থেকে ফিরে গালিচায় এসে [illegible] ঢুকলেন। মন্ত্রী বললেন, 'মহারাজ, আমি তখনই বলেছি লাল পিঁপড়েদের সঙ্গে ঝগড়া করাটা ভাল হবে না। এখন আমাদের [illegible] ভাগ্য বলতেই [illegible] যা হোক আজ আপনি ঘুমন। কাল এর একটা উপায় করব। [illegible] ডেয়া জল [illegible] বসিয়েছি, কোনো শত্রু পারবে না। [illegible] আছে।

[illegible] জল [illegible] বিড়বিড় করে [illegible] পাকিয়ে [illegible] লাল পিঁপড়েরা [illegible] লাগল। [illegible] আলো [illegible] নিভে আসতে লাগল। চারিদিক [illegible] অন্ধকার। ঝিঁঝিঁ ডাকল, আশপাশে জঙ্গলে নানা কীটপতঙ্গ দেখা দিল। [illegible] কেটে গেল, [illegible] জেগে বসে থাকতে থাকতে [illegible] গা ছমছম করতে লাগল।

ছমছম্ করে গা ঝমঝমে রাতে,
মুখে নাহি সরে রা, ঘুম আঁখিপাতে,
ফুসফাস ফিসফাস্ কি যে শোনা যায়
ঘন ঘন নিঃশ্বাস কাঁটা ওঠে গায়।



গর্তের মুখে বিকট হাঁ করে চোখ
পাকিয়ে বসে আছে



ঐ বুঝি করে হাঁ নাহি যার নাম

চক্ষু না দেখে তারে, কানে নাহি শোনে,
জানায় মন তারে আছে কোন্ কোণে,
থরথর কাঁপে পা, ঝরে কালঘাম,
ঐ বুঝি করে হাঁ নাহি যার নাম।

ধড়াস্ ধড়াস্ বুক, এল বুঝি এল,
ধুক্‌পুক্ ধুক্‌পুক্ গেল প্রাণ গেল।

ওটা কিরে বাবা। জল্লাদ হাঁকল, "কোন্ হ্যায় রে?"

সারি সারি কালো বরকন্দাজ গর্তের বাহিরে এসে দাঁড়াল। গর্তের সামনে মনসা গাছের নীচে থেকে উত্তর এল, "আমি বন্ধু গিরগিটি।"

জল্লাদ প্রশ্ন করলে, "এত রাত্তিরে কি দরকার?"

গিরগিটি নিজের সব অবস্থা বর্ণনা করে বললেন, "আমি তোমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে লাল পিঁপড়ে মারতে চাই।"

জল্লাদ বললে, "তুমি যে শত্রুর চর নও তার প্রমাণ কি?"

গিরগিটি বললেন, "লাল পিঁপড়ে খেয়ে আমার এখনও বুকপেট জ্বলছে। ব'ল ত বমি করে দেখাই। আমার গা এখনও লালেদের কামড়ে ফুলে ঢোল হয়ে রয়েছে।"

জল্লাদ বললে, "ভাল কথা, কিন্তু সকাল না হ'লে তোমাকে ভাল করে না দেখে গর্তের কাছে এগতে দেব না। তুমি যেখানে আছ, সেই-খানেই থাক। খবরদার এগিয়ো না, তাহ'লে সবাই মিলে কামড়ে দেব।"

গিরগিটি অগত্যা মনসাতলায় বসে রইলেন। ক্রমে ফরসা হ'ল।

সকালবেলায় কালো রাজা ও কেলে মন্ত্রী পরামর্শ করতে বসেছেন, এমন সময় সড়সড়ে পিপীলি সংবাদ দিলে, "মহারাজ, গর্তের মুখে বন্ধু গিরগিটি উপস্থিত। তিনি দেখা করতে চান।"

জল্লাদের তলব পড়ল। সে বললে, "মহারাজ, আমি গিরগিটির গা আলোতে ভাল করে দেখেছি। তার সারা গায়ে লাল পিঁপড়ে কামড়েছে। সে বন্ধুলোক বটে।"

কালো রাজা পাত্রমিত্র সমেত সজনেতলায় সভা করে বসলেন। গিরগিটির ডাক পড়ল। তার গোলগাল মোটা চেহারা দেখে রাজা ভাবলেন, হাঁ, এর দ্বারা লড়ায়ে সুবিধা হতে পারে। রাজা, মন্ত্রী, গিরগিটি ও আর সকলে পরামর্শ করে স্থির হ'ল যে ডোবার ওপারে অনেক দূর গিয়ে মাঠ পার হ'লে ডেয়ে পিঁপড়েদের রাজত্ব পাওয়া যায়। ডেয়েরা জল্লাদের কুটুম্ব বংশ। যদি দূত পাঠিয়ে ডেয়ে রাজাকে খবর দেওয়া যায়, তবে তিনি সসৈন্যে এসে লাল পিঁপড়েদের জব্দ করতে পারেন। কিন্তু দূত সমস্তক্ষণ চললেও সাত দিন সাত রাতের কম সেখানে পৌঁছতে পারবে না। ফৌজ নিয়ে আসতেও ডেয়ে রাজার ঐ রকম সময় যাবে। ইতিমধ্যে লাল চরেরা নিশ্চয় খবর পাবে ও তা হ'লে সব পণ্ড হবে। হঠাৎ আক্রমণ না করলে লালেদের জব্দ করা যাবে না। আবার কি জানি এর মধ্যে লালেরা এসে আক্রমণ করতেও পারে, এস্থানে বেশীদিন থাকাও নিরাপদ নয়।

গিরগিটি বললেন, "মহারাজ, এসব ভাবনা আপনি করবেন না, আমার ওপর ভার দিন, আমি সব ঠিক করে দেব।"

পরামর্শ স্থির হ'ল, লালেরা যে ডেয়ের মধু বার করে নিয়েছিল তাকে দূত করে পাঠানো হবে ও সে গিরগিটির কথামত চলবে।

গিরগিটি মধু-ডেয়েকে বললেন, "তুমি আমার পিঠে চেপে বসো, তবে দেখো, যেন কামড় দিও না। পা দিয়ে আমার পিঠ জোরে ধরে থাক। আমি এক ঘণ্টার মধ্যেই তোমাকে পৌঁছে দেব।"

ডেয়েকে পিঠে করে গিরগিটি শোঁ শোঁ করে দৌড়ে চললেন।



চিচ্চিড়িঙ্গা তু ফড়িঙ্গা মেরে সাথ তু লড়েঙ্গা ?



পিঁ করে বাঁশী বেজে উঠল

ঘোষেদের ভিটের মধ্যে উচ্চিংড়েদের রাজত্ব। গিরগিটিকে দৌড়তে দেখে উচ্ছেগাছের নীচে ঘাটিওয়ালা উচ্চিংড়ে হাঁকল, "কে যায়?" জবাব এল, "তোর বাবা যায়!" "খবরদার" ব'লে ঘাটিদার বাঁশীতে ফুঁ দিলে, পিঁ করে বাঁশী বেজে উঠল। অমনি আশপাশের ঝোপ থেকে হাজার উচ্চিংড়ে লাফিয়ে গিরগিটির পথ আটক করলে। গিরগিটি তখন রেগে ফুলেছেন, বল্লেন,

চিচ্চিড়িঙ্গা তু ফড়িঙ্গা
মেরে সাথ তু লড়েঙ্গা?

ডেয়ে বললে, "কেন বৃথা এদের সঙ্গে ঝগড়া করে সময় নষ্ট কর। উচ্চিংড়েদের সঙ্গে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই, এরা যা বলে শোন, শীগ্গির কাজ মিটে যাক্।"

গিরগিটি বুঝলেন, ডেয়ের পরামর্শই ঠিক, বল্লেন, "তোমরা কি চাও, পথ কেন আটক করেছ?"

ঘাটিওয়ালা সর্দার বললে, "আমাদের রাজার কাছে চল। তিনি অনুমতি না দিলে তোমাকে ছাড়তে পারব না।"

উচ্চিংড়েরা গিরগিটিকে ভিটের দেওয়ালের এক ফুটো দিয়ে সুড়ঙ্গ-পথে ভিটের মধ্যে তাদের রাজত্বের ভেতর নিয়ে গেল। সুড়ঙ্গের ভেতরের মুখে কট্‌কটি ব্যাঙ বসে আছেন। ইনি বহুদিন পূর্বে পশ্চিম অঞ্চল থেকে বন্যায় নদীর জলে ভেসে এসে ক্রমে ঘোষেদের ডোবায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে উচ্চিংড়ে রাজার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় ঘোষেদের ভিটের মধ্যেই উচ্চিংড়েদের রাজত্বে বসবাস করছেন। ভিটের ছাদ ও চারিদিকের দেওয়াল ভেঙে পড়ায় ভেতরে আসবার এই সুড়ঙ্গপথ ছাড়া অন্য রাস্তা নেই। সুড়ঙ্গের ভেতর মুখে ব্যাঙ পাহারা দেন ও যে কোনো পোকামাকড় ভেতরে আসবার চেষ্টা করে তাদের কুপ্‌কুপ্



ই কৌন হ্যায় রে?

করে খেয়ে ফেলেন। গিরগিটিকে দেখে ব্যাঙ জিজ্ঞাসা করলেন, "ই কৌন হ্যায় রে?"

ঘাটিদার বললে, "সামনে দিয়ে পরিচয় না দিয়ে যাচ্ছিল, ধরে রাজার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।"

ব্যাঙ পথ ছেড়ে দিলেন। রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে গিরগিটি সমস্ত ব্যাপার বল্‌লেন।

রাজা বল্‌লেন, "কালো রাজা আমার বন্ধুলোক, গিরগিটিকে এখনই ছেড়ে দাও।" পরে গিরগিটিকে বল্‌লেন, "কালো রাজাকে বোলো আমার দ্বারা যদি তাঁর কিছু সাহায্য হয়, করতে প্রস্তুত আছি।"

ঘাটিদার অগত্যা গিরগিটিকে সুড়ঙ্গপথে বার করে দিলে ও উচ্ছে-গাছের নীচে নিজের ঘাটিতে ফিরে এসে বললে, "বরাত জোরে বেঁচে গেলে,—যাও।"

গিরগিটি টিটকারি দিয়ে বল্‌লেন,

"উচ্চিংড়ের ছা
উচ্ছে খেও না
উচ্ছে খেলে মুচ্ছো যাবে
সহ্য হবে না।"

এই ব'লে ডেয়েকে পিঠে নিয়ে গিরগিটি একদৌড়ে ভিটে পার হয়ে গেলেন।

খানিক দূর যাবার পর গিরগিটি দেখলেন সামনে এক প্রকাণ্ড মাটির ঢিবি, আর তার চারিধারে বিস্তর সাদা সাদা ছোট ছোট পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। গিরগিটি এরকম পোকা আগে কখনও দেখেন নাই ; বল্‌লেন, "এ কী জন্তু, কি জন্তু বা, কিবা জন্তু!" এতক্ষণ দৌড়ে গিরগিটির গরহজম ভাল হয়ে গিয়ে প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, ভাবলেন, এই পোকা খেয়েই দেখা যাক কি রকম লাগে। খাবার উপক্রম করতেই ডেয়ে বললে, "এদের খেও না, খেও না। খেয়ে সুখ পাবে না।"

গিরগিটি বল্‌লেন, "এরা কারা ?"

ডেয়ে বললে, "এরা উই। এই যে পৃথিবী দেখছ, সে এই উইরা সৃষ্টি করেছে। এরা যা ছোঁবে তাই মাটি হয়ে যাবে। তুমি খেতে গেলেই কখন্ একটি উই তোমার শরীরে আশ্রয় নেবে তুমি টেরও পাবে না। পরে তোমার এই নশ্বর শরীর মাটি হয়ে যাবে। তার চেয়ে এদের না ঘাঁটিয়ে অনুমতি নিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়াই ভাল।"

গিরগিটি সেই পরামর্শ মতই কাজ করলেন। খিদে না মিটিয়েই তিনি দৌড়ে চললেন।

অনেক খানা ডোবা পার হয়ে গিরগিটি ডেয়ে পিঁপড়েদের দেশে এসে উপস্থিত হলেন। মধু-ডেয়েকে দেখে ডেয়ের দল, "আরে কোথা হতে এলে? এস এস" ব'লে অভ্যর্থনা করলে। পরিচয় দিতে গিরগিটিকেও সকলে খুব আদরযত্ন করলে।

ডেয়ে রাজার কাছে খবর গেল। তিনি মধু-ডেয়েকে ও গিরগিটিকে তলব করলেন। সমস্ত ব্যাপার শুনে বল্‌লেন, "কালো পিপীলিরা আমাদের কুটুম্ব, যদিও তারা জাত্যংশে ছোট, তবু তাদের বিপদে আপদে সাহায্য করা আমারই কর্তব্য।"

তখন কি করে সৈন্যসামন্ত নিয়ে কালো পিপীলিদের রাজত্বে শীঘ্র শীঘ্র পৌঁছন যেতে পারে তারই কল্পনা-জল্পনা চলতে লাগল।

গিরগিটি বল্‌লেন, "মহারাজ, আমার এক পরামর্শ আছে। আপনাদের এখানে অনেক লম্বা লম্বা কাশঝাড় রয়েছে। আমি গোড়া থেকে গোটাকতক পাতা কেটে দি; লম্বালম্বি পাতাগুলি জুড়ে যদি জোড়ের মুখ জনকতক করে ডেয়ে কামড়ে ধরে, তবে সমস্ত সৈন্য নিয়ে আপনি পাতায় চড়ে বসতে পারেন ও আমি পাতার একদিককার মুখ ধরে টেনে একদৌড়ে নিমেষের মধ্যে আপনাদের কালো পিপীলিদের রাজত্বে পৌঁছে দিতে পারি।"

এই পরামর্শ শুনে পিঁপড়েরা আহ্লাদে শুঁড় নাড়তে লাগল। তখনই কাশের পাতা কাটা হ'ল ও সমস্ত পিঁপড়ে সারি দিয়ে তাতে চড়ে বস্‌ল। এক লহমার মধ্যে গিরগিটি সসৈন্যে ডেয়ে রাজাকে কালো পিপীলিদের রাজত্বে এনে ফেল্‌লেন। তখনই 'সাজ সাজ' সাড়া পড়ে গেল ও এক দণ্ডের মধ্যেই কালো পিপীলি ও ডেয়ের দল গিয়ে লাল পিঁপড়েদের হঠাৎ আক্রমণ করলে। লাল পিঁপড়েরা চোখে কানে



দেখবার সময় পেলে না। ডেয়েরা লালেদের ধরে ধরে দু' টুকরো করে ফেল্‌লে। লাল মহারাজ ও হাঁড়িমুখো পালিয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচালেন। আগেকার হারের প্রতিশোধ দিয়ে লালেদের ভাণ্ডার লুঠ করে কালো রাজা গিরগিটির পিঠে চড়ে নিজের রাজত্বে ফিরে এলেন। রাজ্যময় আনন্দের ধুম পড়ে গেল। কালো রাণীর ও সখীদের মুখে আবার হাসি দেখা দিলে।

এদিকে হাঁড়িমুখো জঙ্গলের ধারে তেঁতুলগাছের নীচে গিয়ে উপস্থিত হলেন। লাল কাটপিঁপড়েরা গাছের ওপর বাসা বেঁধে বাস করে। হাঁড়িমুখো অনেক চেষ্টা করে দূত পাঠিয়ে কাটপিঁপড়েদের রাজার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেলেন। বহু সাধ্যসাধনার পর কাটপিঁপড়েদের রাজা লাল মহারাজকে সাহায্য করতে রাজি হলেন। কাটপিঁপড়েরা লড়াইয়ের জন্য সেজে বের হ'ল। সারি দিয়ে কাটপিঁপড়েদের গাছ থেকে নামতে দেখে সব জন্তু রাস্তা ছেড়ে পালিয়ে গেল।

সড়সড়ে পিপীলি এসে কালো রাজাকে খবর দিলে, "মহারাজ, সর্বনাশ উপস্থিত। কাটপিঁপড়ের দল আমাদের আক্রমণ করতে আসছে; আর রক্ষে নেই।"

ডেয়েদের রাজা বল্লেন, "আমার সব সৈন্য এখানে নেই। জিঁয়া সৈন্য উপস্থিত থাকলে কেটো ব্যাটাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতুম। গাছের ওপর বাস করে বাছাধনদের বড় অহঙ্কার হয়েছে। আপাতত আমার পরামর্শ এই, কালো রাজা তাঁর স্ত্রী পুত্র পরিবার সৈন্যসামন্ত নিয়ে উচ্চিংড়েদের রাজার নিকট গিয়ে আশ্রয় নিন। কাটপিঁপড়েরা এখনই এসে পড়বে। গিরগিটি কাশের পাতায় চড়িয়ে কালো রাজাদের পৌঁছে আসুক। আমরা ততক্ষণ কাটপিঁপড়েদের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌ব; যদি অবস্থা সঙ্গীন বোধ হয়, ততক্ষণে গিরগিটি ফিরে আসবে, আমরা কাশপাতা চড়ে ঢাক ঢোল বাজিয়ে নিজেদের দেশে চলে যাব। কেটো ব্যাটারা তখন যত ইচ্ছে মাটি কামড়ে মরুক। আমাদের আর কি করতে পারবে।"

কালো রাজা ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে চেয়ে রইলেন। মন্ত্রী বল্লেন, "মহারাজ, আর ভাববার সময় নেই, ভেবেই বা কি উপায় হবে। ডেয়ে মহারাজ যে রকম বলছেন, তাই করুন।"



বিষম ক্রুদ্ধ বাধিল যুদ্ধ

গিরগিটি তখনই সমস্ত কালো পিপীলিদের আণ্ডাবাচ্ছা সমেত পাতায় চড়িয়ে উচ্চিংড়েদের রাজত্বে পৌঁছে দিয়ে এলেন। উচ্চিংড়ে রাজা খুব সম্মান করে তাঁদের আশ্রয় দিলেন। একজনও কালো পিপীলি আর বাইরে রইল না। সুড়ঙ্গের মুখে ব্যাঙকে দেখে প্রথমে পিপীলিদের খুবই ভয় হয়েছিল। কিন্তু উচ্চিংড়ে রাজার আদেশে ব্যাঙ যখন মধুর কণ্ঠে "আঁই-ওঁ, আঁই-ওঁ" ব'লে অভ্যর্থনা করলেন, তখন সকলের ভয় চলে গেল। গিরগিটি কাশপাতা নিয়ে ফিরে গেলেন।

মাঠের মধ্যে লাল ও কাটপিঁপড়ে একদিকে আর ডেয়েরা একদিকে —প্রচণ্ড লড়াই বেধেছে।

পিঁপিড়া কাঠ ভরিল মাঠ,
দেখিয়া ডেয়ে আসিল ধেয়ে,
ডেয়ের দল অতি প্রবল
নাড়িয়া শুণ্ড হাঁ করি মুণ্ড
বিকটাঘাতে শত্রুনিপাতে।
বিষম ক্রুদ্ধ বাধিল যুদ্ধ।
ডেয়ের কাণ্ড অতি প্রচণ্ড,
ধরিয়া ঘাড়ে মুণ্ড না ছাড়ে,
কাটেরে মুণ্ড খণ্ড বিখণ্ড
টানিয়া আনে, মারে রে প্রাণে।
কাটের রিষ ঢালিল বিষ,
বিষের লালা বিষম জ্বালা
সহা না যায়, মৃত্যু যে তায় ;
পালাল ডেয়ে পাছে না চেয়ে।

বেগতিক দেখে গিরিগিটি আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। ডেয়েরা পালিয়ে আসতেই সবাইকে পাতায় চড়িয়ে পাতা নিয়ে ভোঁ-দৌড় দিলেন। যে সব কাটপিঁপড়ে তাড়া করে এসেছিল তারা অবাক হয়ে চেয়ে রইল। ক্রমে লাল ও কাটপিঁপড়েরা এসে কালো পিপীলিদের রাজত্বে ঢুক্‌ল। কিন্তু রাজ্যে জনপ্রাণী নেই—এক ফোঁটা মধুও নেই। বড়ই হতাশ হয়ে লালেরা ফিরে গেল।

কিছুদিন যায়, কেটো সর্দারদের নিয়ে লাল মহারাজ ও হাঁড়িমুখো কেবলই পরামর্শ আঁটেন। কালো পিপীলিরা যে কোথায় লুকিয়েছে কিছুই পাত্তা পাওয়া যায় না। চারিদিকে লাল চর যায়, কিন্তু সবাই ফিরে এসে বলে কোনোই সন্ধান মিলল না।

একদিন এক চর এসে লাল মহারাজকে বললে, "মহারাজ, আজ আমি ঘোষেদের ভিটের ধারে গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখি যে পিপীলিদের কালো বউ রূপের ঠ্যাকারে শুঁড় উঁচু করে আকাশ পানে চেয়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। আমি তাড়া করতেই ভিটের দেওয়ালের এক গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল। তার ভেতরে যেতে আমার আর সাহস হ'ল না। কালো বউ যখন সেখানে আছে, তখন নিশ্চয়ই সব কালো পিপীলিরা ঐ গর্তের মধ্যেই আছে।"

তখনই লাল মহারাজ পাঁচজন গুপ্তচরকে গর্তের মুখে নজর রাখবার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। তিন দিন পরে চরেরা ফিরে এসে খবর দিলে, কালো রাজা পাত্রমিত্র সমেত ঘোষেদের ভিটের মধ্যে উচ্চিংড়ে রাজার আশ্রয়ে বাস করছে। ঐ এক গর্ত ছাড়া ভিটের মধ্যে ঢোকবার অন্য পথ নেই। স্থির হ'ল, কাটপিঁপড়েদের সঙ্গে নিয়ে সেই গর্তের মধ্যে দিয়ে ঢুকে কালোদের আক্রমণ করতে হবে। উচ্চিংড়েদের আর কে ভয় করে? এক কামড় মারলেই ঘাটিদার ঘাটি ছেড়ে পালাবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পরদিন সকালবেলায় লাল সৈন্য এসে গর্তের মুখ ঘেরাও করলে। কাটপিঁপড়েদের দেখে ঘাড়িদার উচ্চিংড়েরা সব ভয়ে গর্তের মধ্যে পালিয়ে গেল। উচ্চিংড়ে মহলে মহা হুলস্থুল পড়ে গেল। কট্‌কটি ব্যাঙ সকলকে অভয় দিয়ে বল্‌লেন, "তোমরা নির্ভয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাও। আমি একাই কেটো ব্যাটাদের শেষ করব।"

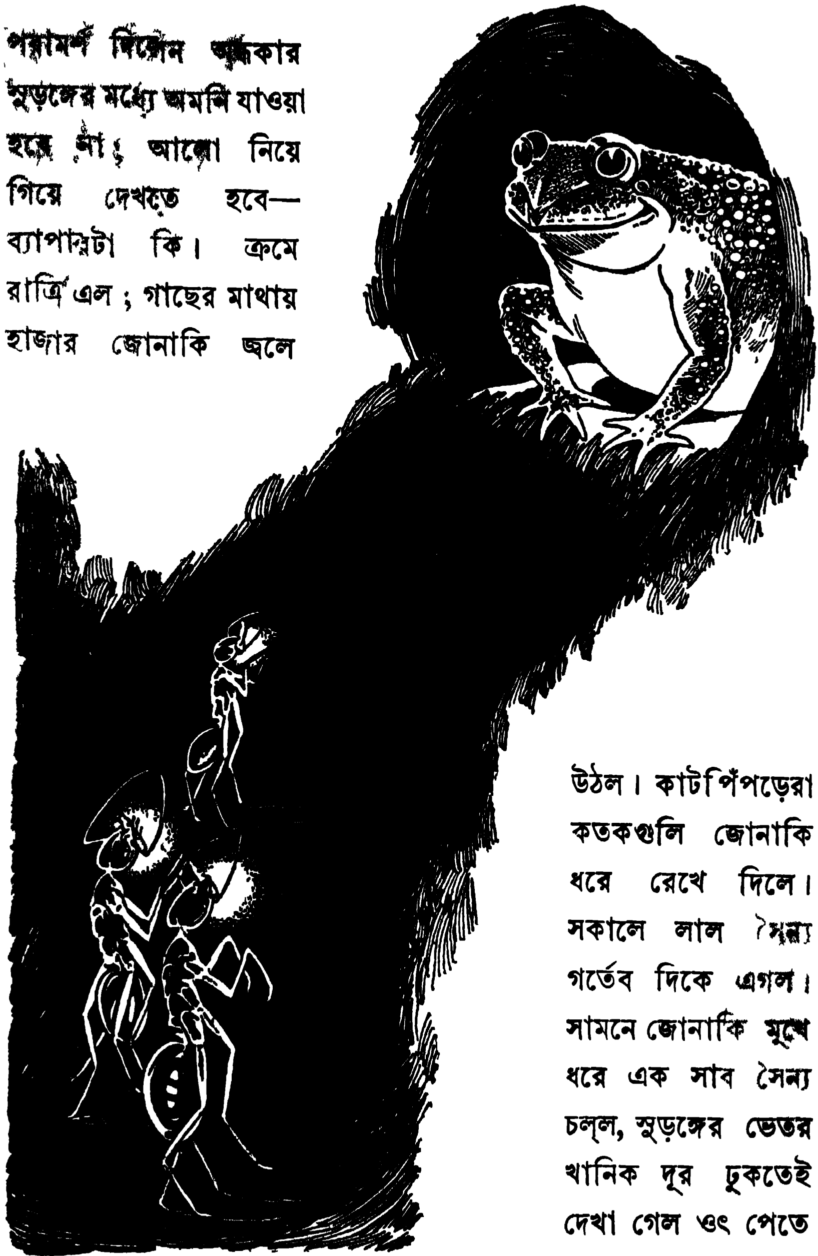
গর্তের মধ্যে দিয়ে অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে এক এক করে কাটপিঁপড়েরা ঢুকতে লাগল। একটি করে পিঁপড়ে ঢোকে, আর ব্যাঙ কুপ্‌ করে খেয়ে ফেলেন। পিছনের পিঁপড়েরা বুঝতেই পারলে না, সামনে কি কাণ্ডটা হচ্ছে। যতই পিঁপড়ে ঢোকে, ব্যাঙ মনের আনন্দে টুঁ শব্দটি না করে ততই খান। দু'চার শ' পিঁপড়ে ঢোকবার পর বাইরে কেটো সর্দারের মনে সন্দেহ হ'ল, ভেতর থেকে লড়াইয়ের খবর আসে না কেন? চরেরা সব কি করছে? লাল মহারাজ বল্‌লেন, "সর্দারজী, তারা এখন মনের সুখে কালো পিপীলির ও উচ্চিংড়ের মাংস খাব্‌লে খাব্‌লে খাচ্ছে, খবর দেবার কথা ভুলেই গেছে।"

কেটো সর্দার নিশ্চিন্ত হলেন। আরও দু'চার শ' সৈন্য সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুক্‌ল, নতুন করে চরও গেল। কিন্তু কেউই ফিরল না। লাল সৈন্যদের মনে ক্রমে আতঙ্ক ঢুকল। আর কেউ অন্ধকার সুড়ঙ্গে ঢুকতে চাইলে না। বড় কেটো সর্দার তখন নিজে খবর নিতে গেলেন। কিন্তু তিনিও ফিরলেন না। অন্যান্য সর্দারেরা তখন ভয় পেয়ে সব সৈন্যসামন্ত নিয়ে গর্তের মুখ ছেড়ে এসে কিছুদূরে আমগাছের ওপর চড়ে আশ্রয় নিলেন।

কেটো মহারাজের কাছে খবর গেল। তিনি বিষম রেগে ব'লে পাঠালেন, "আমার সর্দারেরা লড়ায়ে সব মরে গেলে দুঃখ ছিল না, কিন্তু তারা উচ্চিংড়েদের ভয়ে পালিয়ে এল; এ অপমান চিরদিন মনে থাকবে।"

অগত্যা সর্দারেরা আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। লাল মহারাজ

পরামর্শ দিলেন অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে অমনি যাওয়া হবে না; আলো নিয়ে গিয়ে দেখতে হবে—ব্যাপারটা কি। ক্রমে রাত্রি এল; গাছের মাথায় হাজার জোনাকি জ্বলে



উঠল। কাটপিঁপড়েরা কতকগুলি জোনাকি ধরে রেখে দিলে। সকালে লাল সৈন্য গর্তের দিকে এগল। সামনে জোনাকি মুখে ধরে এক সার সৈন্য চল্‌ল, সুড়ঙ্গের ভেতর খানিক দূর ঢুকতেই দেখা গেল ওৎ পেতে

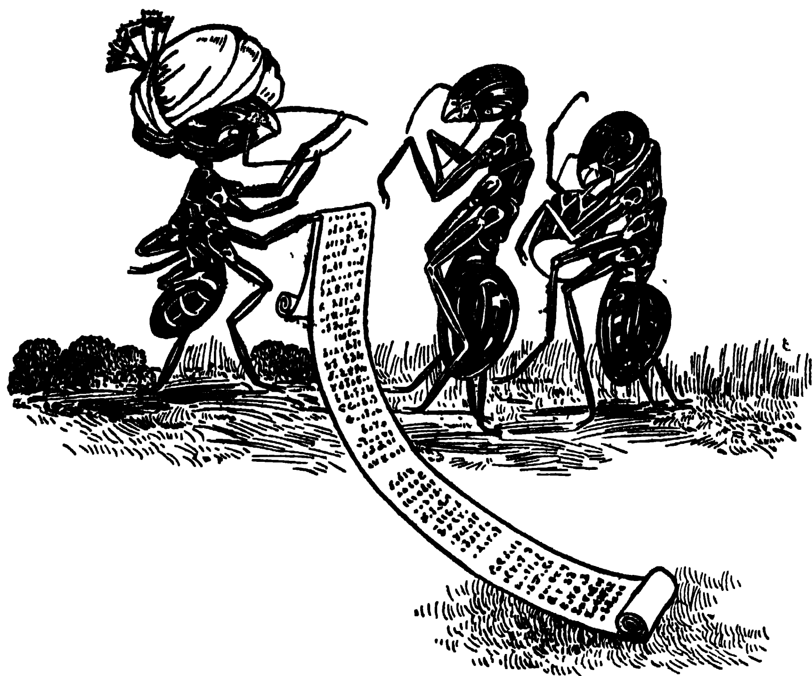
থাবা গেড়ে কট্‌কটি ব্যাঙ বসে মুচকি মুচকি হাসছেন। তাকে দেখেই লাল সৈন্যদের আত্মাপুরুষ উড়ে গেল। মুখ হ'তে জোনাকি ফেলে সব সৈন্য রণে ভঙ্গ দিল। সর্দাররা অনেক কষ্টে লাল সৈন্য একত্র করে বাড়ি ফিরে গেলেন।

লাল মহারাজের কেটো সর্দারদের সঙ্গে আবার পরামর্শ মন্ত্রণা চলতে লাগল। সুড়ঙ্গ হয়েই ত মুস্কিল হয়েছে, তা না হ'লে চারিদিক থেকে আক্রমণ করলে, কটকটি ব্যাঙ কি করেন দেখা যেত। ভিটের মধ্যে ঢোকবার অন্য কোনো পথও নেই। বিশকর্মা, বাইশকর্মা পিঁপড়েদের তলব পড়ল ; তারা যদি কোনো রকমে ভিটের মধ্যে ঢোকবার পথ করে দিতে পারে। তারা অনেক মাথা ঘামিয়ে বললে, "পথ ত করে দিতে পারি, কিন্তু পথ করতে গিয়ে ব্যাঙের হাতে কে প্রাণ খোয়াবে ?" কোনোই উপায় হয় না। লাল মহারাজ ঢ্যাঁটরা দিলেন কালো পিপীলিদের মারবার উপায় যে করে দিতে পারবে তাকে অনেক পুরস্কার দেবেন। ঢাক ঢোল পিটিয়ে বরকন্দাজরা রাজার আদেশ প্রচার করে, কিন্তু কেউ কোনো মতলব দিতে পারে না। বিশকর্মা দুঃখ করেন ছেলেটা আজ যদি এখানে থাকত। একদিন ঢ্যাঁটরা বাজছে,

ঢকাঢক্ ঢকাঢক্ ঢকাঢক্ ঢ,
শুন শুন সকলে শুন শুনহ,
পিপীলিরে কালো যেবা মারবে
দেখাতে পন্থা যেবা পারিবে,
পাইবে সে রাজ্য কন্যা রাজে,
ডগডগ ডঙ্কা ডগডগ বাজে।

এমন সময় এক মোটা মাথা সরুপেটা পিঁপিড়ি এসে ঢোল আটক করলে, বললে, "তোরা কে ? কিসের গোলমাল করছিস ?"

লাল সেপাই বললে, "জান না রাজার হুকুম, যে কালো পিপীলিদের মারার উপায় করতে পারবে সে অনেক পুরস্কার পাবে।"



এই একটা লেখন আছে দেখো

মোটা মাথা পিঁপিড়ি বললে, "তোরা বড় বেয়াদপ দেখছি, আমাকে আপনি ব'লে কথা বলবি ; চল্ রাজার কাছে আমাকে নিয়ে।"

সেপাই সর্দার মোটা মাথার রকম-সকম দেখে থতমত খেয়ে বললে, "আপনি, আপনি কে ? পরিচয় না দিলে ত আমরা মহারাজার কাছে নিয়ে যেতে পারি না।"

মোটা মাথা বললে, "আমি যে কে, তা তোরা কি বুঝবি ? এই একটা লেখন আছে দেখে নে, পরিচয় জানবি। আমার ফুরসৎ কম, চল্ রাজার কাছে নিয়ে। রাজকন্যা দেখতে কেমন ?"

সেপাই সর্দার ভড়্কে গেল। মোটা মাথাকে লাল মহারাজের কাছে নিয়ে গিয়ে লেখন দিলে। মহারাজ দেখলেন, লেখনে আছে বিশকর্মার পুত্র বিয়াল্লিশকর্মা বুনো হাঁসের পিঠে চড়ে মানস-সরোবরে গিয়ে ময়দানবের কাছে যন্ত্রবিদ্যা শিখে এসেছেন। জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে, কি চাও?" মোটা মাথা বললে,

"বিশের ব্যাটা বিয়াল্লিশ নাম,
যন্ত্রে মন্ত্রে অদ্ভুত কাম,
লাগাই ভেল্কী—লাগ্ লাগ্ লাগ্,
জাগাই মড়া কাঁদাই কাগ,
সাপের মাথায় নাচাই ব্যাঙ,
খাওয়াই ছাগে বাঘের ঠ্যাঙ,
জ্বালিয়ে বনে জোনাক-বাতি,
ঘাসের আগায় নাচাই হাতী,
কাশের ফুলে বানিয়ে ঘুড়ি,
আকাশপথে বেড়াই উড়ি,
ফাটাই মেঘে ভাসাই জলে,
ধরাই চাঁদে রাহুর কলে,
ওড়াই পাথর ডোবাই সোলা,
গজাই অশথ ভিজিয়ে ছোলা।
বিশের ব্যাটা বিয়াল্লিশ নাম
যন্ত্রে মন্ত্রে অদ্ভুত কাম।

এ হেন ব্যক্তি পৃথিবীতে কোথায় পাবে?" এই ব'লে বিয়াল্লিশকর্মা নিজের ছ'পায়ের ধূলা নিজের মাথায় দিলেন, আর বুক ঠুকে বল্লেন, "শর্মা না পারেন কি? কালো পিপীলিদের মারবার উপায় আমি করে

দিচ্ছি; ভিটের মধ্যেই তাদের মারব, এ উপায় আমার নিজের আবিষ্কার।"

"কি, কি" ব'লে মহারাজ ও সর্দারগণ ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগলেন। বিয়াল্লিশকর্মা বয়সে কম হ'লে কি হয়, সে একজন বড় যন্ত্রী হয়ে এসেছে। সকলেই বিশ্বাস করলে সে নিশ্চয় কিছু একটা উপায় করেছে। কি উপায় জানবার জন্যে সবাই উৎসুক হয়ে রইল।

যন্ত্রী বল্‌লেন, আমি এমন এক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছি, যার দ্বারা পিঁপড়েদের পালক গজিয়ে দেব। তখন আমরা উড়ে গিয়ে ভিটের ওপর থেকে ভেতরে পড়ে কালোদের সাবাড় করব। ভিটের ছাদ পড়ে গেছে; ওপরে আমাদের আটকাবার কিছু নেই। আর চার দিক থেকে ঘিরে ধরলে ব্যাঙও পালাবে।"

যন্ত্রীর কথা শুনে বিশকর্মা গর্বে ফুলে উঠলেন, বাইশকর্মা উপহাসের হাসি হাসলেন।

বিজ্ঞেরা সব মাথা নেড়ে বল্‌লেন, "ছোকরার মাথা খারাপ হয়েছে।"

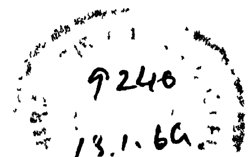
যন্ত্রী বললে, "পরখ করতে আজ্ঞা হউক।"

কেটো সর্দারের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বল্‌লেন, "আমার ওপর পরখ কর। দেখি তোমার কেরামতি।"

লাল মহারাজ বললেন, "তাহাই হউক।"

কেটো সর্দারকে যন্ত্রী তিন রাত তিন দিন অন্ধকার গর্তে আটকে রাখলেন ও নানা প্রক্রিয়া করলেন। চার দিনের দিন বিকেলে রাজ্যসুদ্ধ পিঁপড়ে এসে জমা হ'ল ব্যাপার দেখতে। গর্তের ভেতর থেকে সর্দার বেরিয়ে এলেন, তাঁর পেছনে যন্ত্রী। সকলেই অবাক হয়ে দেখলে সর্দারের পাখা গজিয়েছে। শুঁড় উঁচু করে সবাই আনন্দে নাচতে লাগল।

লাল মহারাজ খুব খুশী, বললেন, "যন্ত্রীকে তিন ভাঁড় মধু বক্‌শিশ দাও।"



কেবল বাইশকর্মা ও রাজপণ্ডিত মাথা নীচু করে রইলেন ; কোনো কথা বল্‌লেন না। মহারাজ সর্দারকে উড়তে হুকুম দিলেন। দু' পা দৌড়ে দু'বার পাখনা নাড়া দিয়ে সর্দার আকাশে উঠলেন ও উড়ে ঘোষেদের ভিটের দিকে চললেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই সর্দার ভিটে প্রদক্ষিণ করে লাল মহারাজের কাছে ফিরে এলেন। চারদিকে পিঁপড়েরা উল্লাসে ছুটোছুটি করতে লাগল।



পণ্ডিত পিঁপড়ে

পরামর্শ সভা বসল। উড়ুক্কু সর্দার বললেন, "আমি সব দেখে এসেছি। সহজেই আমরা সদলবলে ভিটের মধ্যে গিয়ে পড়তে পারব, আর, একবার সেখানে পৌঁছতে পারলে আমাদের পায় কে ?"

যন্ত্রী বল্‌লেন, "আমি এক সপ্তাহের মধ্যেই সব পিঁপড়েদের পাখা গজিয়ে দিতে পারি।"

বাইশকর্মা চুপ করে রইলেন। রাজপণ্ডিত বল্‌লেন, "মহারাজ, আমাদের পুরনো পুঁথিতে লেখা আছে,

পিঁপিড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে

এতদিন ভাবতাম, ইহার ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক, অহঙ্কার হ'লে পতন হয়, এখন দেখছি ত্রিকালজ্ঞ পিঁপিড়া ঋষিগণ জানতেন আমরা উড়তে পারব ; সেজন্যেই এই নিষেধ লিখে গেছেন। উড়লেই আমাদের বিপদ হবে। আমার এতে মত নেই।

সকলেই এ কথায় হেসে উঠল। কেবল বাইশকর্মা চুপ করে রইলেন। উড়ন্ত সর্দার বুক ফুলিয়ে ঘাড় উঁচু করে বললেন, "কই পণ্ডিত মশায় আমি ত মরিনি ?"

আকাশপথে আক্রমণ করাই পরামর্শ স্থির হ'ল।

এদিকে কাটপিঁপড়ে ও লাল পিঁপড়েদের মধ্যে সোরগোল দেখে, ব্যাপার কি জানবার জন্যে সব পোকামাকড়দের ভেতর কানাঘুষা চলছে। সড়সড়ে পিপীলি একে ওকে তাকে জিজ্ঞেস করে সব খবর যোগাড় করে, হন্তদন্ত হয়ে কালো রাজার কাছে এসে সব বিবরণ জানালে। কালো রাজা মহা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। উচ্চিংড়ে রাজা, গিরগিটি, ব্যাঙ ও মন্ত্রীরা সকলেই এই সংবাদ শুনলেন। সকলেই বিষম চিন্তিত। কি করা যায় ? অবশেষে গিরগিটি বললেন, "আমি যে ভেরেণ্ডা গাছে থাকতাম, তাতে একজোড়া ছ্যাতরা পাখী বাসা বেঁধেছিল, তাদের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। ছ্যাতরা অনেক দেশে ঘুরে বেড়ায়। সে কোনো নিরাপদ স্থানের সন্ধান আমাদের ব'লে দিতে পারে। একবার তার কাছে যাই।" গিরগিটি ছ্যাতরার নিকট গেলেন।

ছ্যাতরা বললেন, "আরে, ক্যাও, ক্যাও! গিরগিটি বন্ধু যে! এত দিন কোথায় ছিলে ? খবর কি ? কি মনে করে এলে ? এখানে এখন থাকবে ত ? কি করছিলে এতদিন ? শরীর ভাল ত ? বেশ মোটাসোটা হয়েছ দেখছি। খেতে কি ? বিয়ে করেছ ? বউ কেমন হ'ল ?—"

ছ্যাতরা আর থামেই না দেখে গিরগিটি বললেন, "সে সব কথা পরে হবে। এখন বড় বিপদে পড়ে এসেছি।" গিরগিটি সমস্ত বর্ণনা করলেন।

শুনে ছ্যাতরা বললেন, "বটে, বটে! কবে, কোন্ সময় পিঁপড়েরা উড়বে ? ওগো ছেতরী, শুনছো গো, পিঁপড়েরা উড়বে। তা গিরগিটি বন্ধু, তুমি খবরটা দিলে, বন্ধুর মতই কাজ করেছ। যাও, যাও, তুমি আর ভেব না ; আমি সব ঠিক করে দেব।"



গিরগিটিকে দেখে—



ছ্যাতরা বললেন—আরে ক্যাও ক্যাও গিরগিটি বন্ধু যে

গিরগিটি দেখলেন, ছ্যাতরা বড়ই বাজে বক্‌বক্‌ করে, তার কথায় নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। তিনি বিষণ্নমনে ভিটেয় ফিরে এলেন। কোনো উপায়ই স্থির হ'ল না। সকলেরই অনিশ্চিতের আশঙ্কায় দিন কাটতে লাগ্‌ল।

এদিকে লাল ও কাটপিঁপড়েদের মধ্যে খুব উৎসাহে কাজ চলেছে। বিয়াল্লিশকর্মা সব পিঁপড়েদের অন্ধকার গর্তে পুরেছেন ও নানারকম জিনিস—ঘাস, পাতা, জড়ি, বুটি খাওয়াচ্ছেন। চারিদিক খুব সরগরম। লাল মহারাজ আর তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব পাখা গজাতে যাননি। তাঁরা সভা করে বসে আছেন।

পণ্ডিত পিঁপড়ে বললেন, "মহারাজ, ছেলে-ছোকরাদের কথায় ভুলে আপনি কাজটা ভাল করলেন না। শাস্ত্রের কথা, ঋষিদের কথা—অমান্য করাটা উচিত হয় নি। আমি পুঁথি দেখে শত্রুনিপাতের ভাল উপায় বের করে দিতে পারতাম।"

সভাসদরা বল্‌লেন, "বেশ, পণ্ডিত কি উপায় বাতলান শোনাই যাক্‌।" পণ্ডিতের ওপর ভার পড়ল, পুঁথি দেখে উপায় স্থির করে তিনি যেন কাল সকালেই রাজসভায় হাজির হ'ন।

পরদিন সকালে পণ্ডিত এসে সভায় দেখা দিলেন। বল্‌লেন, "মহারাজ, শাস্ত্রে ব'লে শত্রু প্রবল হ'লে শত্রুর যে শত্রু তার আশ্রয় নেবে। আমাদের এখনকার প্রধান শত্রু সুড়ঙ্গের মধ্যে কট্‌কটি ব্যাঙ। ব্যাঙের শত্রু সাপ। তেঁতুলতলায় পুরনো ইঁটের গাদার মধ্যে গড়গড়ি সাপ আছেন। তিনি সব সাপের রাজা। তিনি ইচ্ছে করলেই ব্যাঙকে আস্ত গিলে খেতে পারেন। ব্যাঙ মরলে শত্রু জয় করা সহজ হবে। গড়গড়ি সাপের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নেই বটে, কিন্তু ওই ভাঙা টালির নীচে এক বিচক্ষণ কাঁকড়াবিছে আছেন। স্নান করতে যাবার পথে রোজই তাঁর সঙ্গে আমার দেখাশোনা হওয়ায় আলাপ

হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমার বেয়াই সম্পর্ক। তিনি গড়গড়ির পুরনো বন্ধু। তিনি বললে গড়গড়ি তাঁর কথা ঠেলতে পারবেন না। মহারাজ, আপনার অনুমতি হ'লে আমি তাঁর নিকট যেতে পারি।"

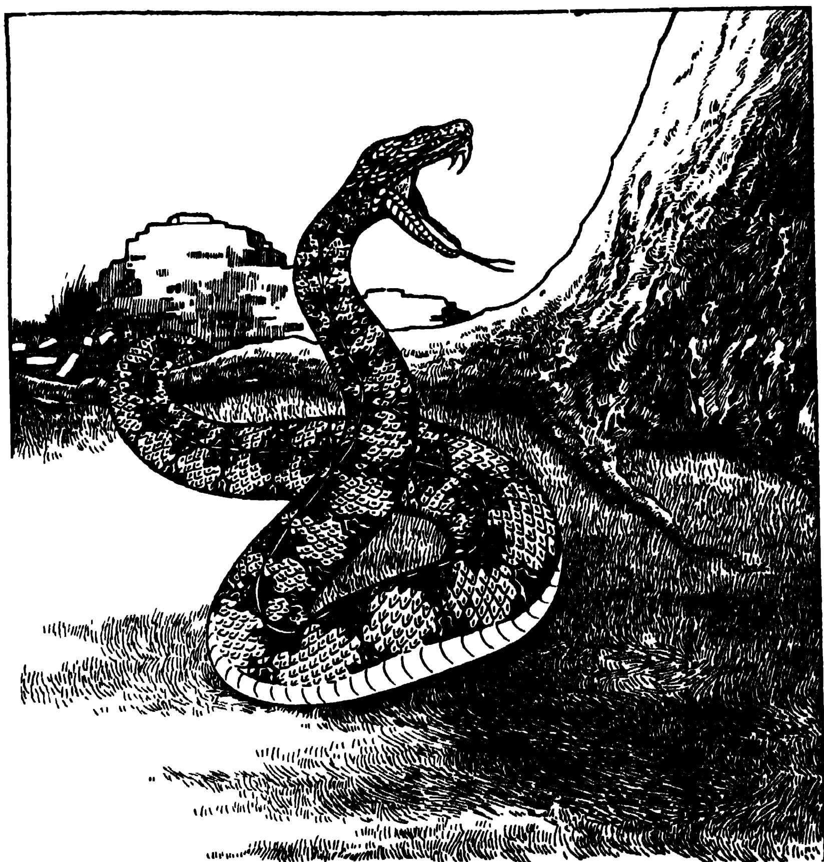


ফাটলে কালপ্যাঁচা আছেন

লাল মহারাজ সভাসদদের দিকে ফিরে বল্‌লেন, "কট্‌কটি ব্যাঙ যে সুড়ঙ্গের ভেতর আছেন তা অত্যন্ত সরু; গড়গড়ি বলতে নেই বেশ মোটাসোটা, তার ভেতর ঢুকতে পারবেন না। তবে যদি ইঁদুর ডাকিয়ে গর্তের মুখ বড় করে নেওয়া যায়, তবে গড়গড়ি ঢুকে ব্যাঙকে ধরতে পারেন।" সভাসদরা বললেন, "মহারাজের কথা যথার্থ।" লাল মহারাজ বিশকর্মাকে ইঁদুরের সহিত দেখা করতে আদেশ করলেন ও পণ্ডিতকে বল্‌লেন, "তুমি গড়গড়ি মহারাজকে খবর পাঠাও। আমরা ওপর নীচে দুদিক দিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করব।"

বিশকর্মা অনেক ঘুরে ফিরে নেংটি ইঁদুরের গর্তের মুখে এসে উপস্থিত হলেন। ডাকাডাকির পর নেংটি ইঁদুর বেরিয়ে এল।

সব কথা শুনে নেংটি ইঁদুর বললে, "গর্ত ত আমি কাটতে পারি, কিন্তু আমার দ্বারা এ কাজ হবে না।"

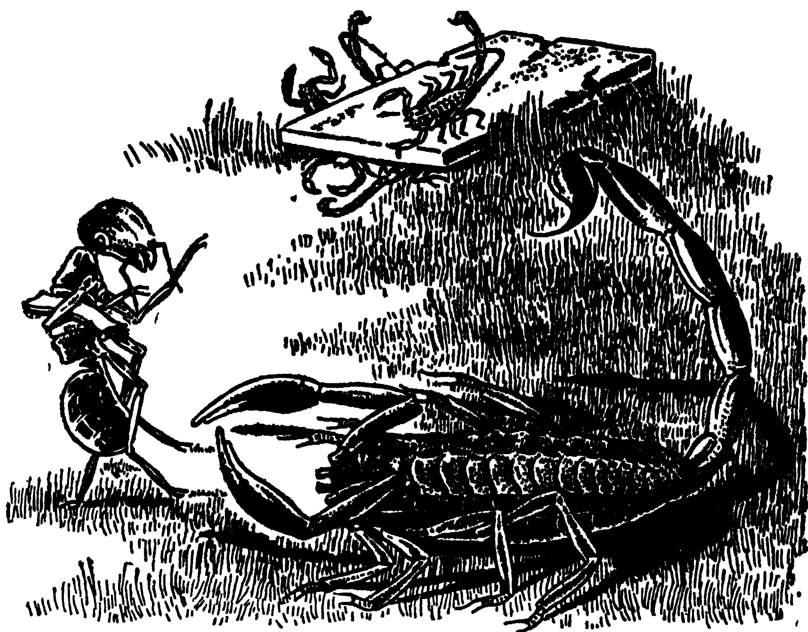


গড়গড়ি সাপ



এক বছরের চাল দেব

বিশকর্মা অনেক লোভ দেখালেন, বল্‌লেন, "আমাদের ভাণ্ডার থেকে তোমাকে এক বছরের চাল দেব।" নেংটি বল্‌লে, "আমি গর্ত কাটি, আর পেছু থেকে ব্যাঙ খাবার নাম করে গড়গড়ি এসে আমাকে খেয়ে



আরে মোলো, আরে মোলো ব'লে যে!

যান। না বাপু, আমি এসবে নেই। তার ওপর ভিটের পাঁচিলের ফাটলে কালপ্যাঁচা আছেন। তিনি তোমাদের কারুর খাতির রাখবেন না। রাত্তিরে মাটি কাটতে দেখলেই টুপ্ করে আমাকে নিয়ে উধাও হবেন। তুমি আমাকে আর চালের লোভ দেখিও না বাপু।"

রোদ উঠেছে কিন্তু তখনও কুয়াশা কাটেনি। পণ্ডিত গেলেন কাঁকড়াবিছের কাছে। বিছে ছানাপোনা নিয়ে তখন রোদ পোয়াচ্ছিলেন;

সর্বদাই সশঙ্কিত, পাছে কেউ বাচ্ছাদের অনিষ্ট করে। চিনতে না পেরে পণ্ডিতকে দেখেই তেড়ে গেছেন।

পণ্ডিতও চিনতে পারেন নি, বল্‌লেন, "আরে মোলো, এটা আবার তেড়ে আসে কে ?" বিছে বল্‌লেন, "আরে মোলো, আরে মোলো ব'লে যে!" এই ব'লে কামড়াতে গিয়ে দেখেন—পণ্ডিত; বল্‌লেন, "আরে কেও, বেয়াই মশায়!"

পণ্ডিত বল্‌লেন, "আরে বেয়াই যে!"

দু'জনাই অপ্রস্তুত। বিছে বল্‌লেন, "কি মনে করে অসময়ে আসা হ'ল ?"

পণ্ডিত সব বল্‌লেন। কাঁকড়াবিছে বল্‌লেন, "তার আর কি। আমার সঙ্গে এস, এখনই ব্যবস্থা করে দি।" বাচ্ছাদের টালি চাপা দিয়ে কাঁকড়াবিছে পণ্ডিত পিঁপড়েকে নিয়ে ইটের গাদার কাছে গড়গড়ির নিকট গেলেন।

গড়গড়ি বল্‌লেন, "নেংটি বোধ হয় গর্ত কাটবে না; গেল মাসে তা'র সঙ্গে দেখা হয়েছিল, বললাম, পালিও না, আমার প্রজা হও ও নির্ভয়ে আমার রাজত্বে বাস কর, তা সে শুনলে না। এ অঞ্চলে বড় একটা কট্‌কটি ব্যাঙ দেখি না। অনেক দিন থেকেই খাবার সাধ আছে। আমি গর্ত বড় করার দরকার দেখি না; গর্তের বাইরে থেকে শিস দেব, আর ব্যাঙ আমার মুখে আপনি আসবে। তোমরা কিছু ভেব না। আজ পেটটা ভার আছে। আমি কালই সন্ধ্যায় এর ব্যবস্থা করব।"

পণ্ডিত আহ্লাদে দৌড়ে গিয়ে লাল মহারাজকে খবর দিলেন। মহারাজ বল্‌লেন, "ভালই হ'ল। আমাদের সৈন্যরাও কালই প্রস্তুত হবে। আমি দেখতে গিয়েছিলাম, তাদের ডানা প্রায় গজিয়ে এসেছে। তারা বিকেলে ওপর থেকে আক্রমণ করবে, আর নীচে থেকে গড়গড়ি ব্যাঙকে খাবেন, আমাদের জিত নিশ্চিত।"



দাঁড়কাক ডাক দিলেন—খাওয়া, খাওয়া, খাওয়া

পরদিন বিকেলে অগুনতি কাট ও লাল পিঁপড়ে পালক গজিয়ে মাঠে জমায়েৎ হ'ল। লাল মহারাজ, কেটো মহারাজ, সর্দার ও সেনাপতিরা সব তদারক করতে মহা ব্যস্ত। রাজ্যের পোকামাকড় মাঠ ছেড়ে পালিয়ে দূর থেকে তামাশা দেখতে লাগ্‌ল। হাঁড়িমুখো পালক গজিয়ে পিঁপড়েদের হুকুম দিয়ে এদিক ওদিক উড়ে বেড়াতে লাগ্‌ল। কেটো সর্দারেরা এক এক দলকে এক এক দিকে মোতায়েন করলে। কোন্ দল ব্যাঙকে আক্রমণ করবে, কারা গিরগিটিকে ধরবে সব পরামর্শ স্থির হয়ে গেল। উচ্চিংড়েদের জন্যে কোনো ভাবনাই নেই। লাল সৈন্য দেখলে তারা নিশ্চয়ই পালাবে। অন্ধকার হবার আগেই ভিটের মধ্যে পড়লে কেউ লুকিয়ে রক্ষা পাবে না। উড়ুক্কু সর্দার হুকুম দিলেন,

ফর্‌র্‌র্ ফর্‌র্‌র্ ফর্‌র্‌র্ আকাশ ছেয়ে
উড়িল পিঁপিড়ি বাতাস বেয়ে,
আকাশ বাহিনী শনন্ শন্
উড়িল ঘেরিয়া কাশের বন,
উড়িল ছাড়িয়া বাঁশের ঝাড়
আঁধার করিয়া ডোবার পাড়,
সভয়ে দেখিল পিপীলি কালো
সহসা আকাশে নিবিল আলো,
হাজারে হাজারে পিঁপিড়ি লাল
নামিয়া আসিছে মরণ-জাল।

ছ্যাতরা অনেকক্ষণ হতে উস্‌খুস্ করে আকাশ পানে চেয়ে ভেরেণ্ডা

গাছের এ-ডাল ও-ডাল করছিল। দূর থেকে পিঁপড়েদের উড়তে দেখে ডেকে উঠল, "চ্যার্‌-চ্যার্‌, ছ্যাতর্‌-ছ্যাতর্‌, ছেতরী।"

ছেতরী উত্তর দিলে, ছ্যার্‌ ছ্যার্‌ ছ্যার্‌, কি কি কি।"

ছ্যাতরা বল্‌লে, "আরে দেখছ কি, ফলার চেগেছে! শ্বশুরবাড়ীর সবাইকে খবর দাও, আর যাকে দেখবে সবাইবে নেমন্তন্ন কর। আমি চল্‌লুম দাঁড়কাককে বলতে। তার গলার জোর আছে, সব পাখীদের নেমন্তন্ন করবে।"

চ্যার্‌র্‌র্‌র্‌ করে ছ্যাতরা ছেতরী উড়ে গেল। দাঁড়কাক বটগাছের আগডালে ছিলেন, শুনে মহা আনন্দে বল্‌লেন, "আমি এখনি রাজ্যের পাখীদের খাওয়ার নেমন্তন্ন করে দিচ্ছি।"

দাঁড়কাক আকাশে খুব উঁচুতে উঠে ডাক দিলেন,

খাওয়া খাওয়া খাওয়া
বাবা মামা কাকা দাদা, আরে আ আ আ
কাগা আ বগা আ, খেয়ে যারে খেয়ে যা,
কাঁচা খা পাকা খা, তাজা তাজা ধরে খা,
ক'রে হাঁ যত চা, খেয়ে যারে নিয়ে যা,
খাওয়া খাওয়া খাওয়া
খা খা খা

বেলা পড়ে এসেছে কিন্তু তখনও শিমুল চূড়োয় লাল আলো ঝিক্‌মিক্‌ করছে। সমস্ত দিন চরে পাখীরা সব যে যার বাড়ি ফিরছিল এমন সময় আকাশ কাঁপিয়ে দাঁড়কাকের নেমন্তন্নের ডাক শোনা গেল। তখন—

ঝট্‌পট্‌ ঝট পট্‌ পাখ্‌সাট চালে,
এলো পাখী পালে পালে,



ঝটপট ঝটপট পাখ সাট চালে



এল পাখী পালে পালে

পালের গোদা গোদা চিল,
গোদার সঙ্গে শঙ্খ চিল
শঙ্খ চিলের চেলাটা,
জুটল এসে ফিঙ্গেটা
ফিঙ্গের মামা কালো কাগা,
কাগার মিতে সাদা বগা,
এলো উড়ে হাঁড়িচাঁচা,
দলে দলে কাদাখোঁচা,
পিঁপড়ে খেতে চাতকদল,
আস্‌ল হেঁকে ফটিক জল,
টেয়া, শালিক, ময়না, দোয়েল,
বুলবুল, শ্যামা আস্‌ল কোয়েল,
বাবুই, টুন্ টুন্ চড়াই পক্ষী,
পায়রা, ঘুঘু, প্যাঁচা লক্ষ্মী,
ময়না, তোতা, ছ্যাতরা, ছেতরী,
নাচে মোরগ, তিতির, তিত্‌রী

দেখতে দেখতে উড়ুক্কু পিঁপড়ের দল নির্মূল হয়ে গেল। কেবল জনকতকের পালক খসে মাটিতে পড়ে প্রাণ রক্ষা হ'ল। ভিটের মধ্যে উচ্চিংড়ে ও পিপীলিদের এতক্ষণ উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। পাখীরা সব পিঁপড়ে খেয়ে ফেললে দেখে তাদের ধড়ে প্রাণ এল। কালো মহারাজ অতিথি অভ্যাগত সকলকে মধু বিতরণ করতে হুকুম দিলেন। ডেয়ে রাজাকে নেমন্তন্ন করতে তখনই দূত পাঠানো হ'ল। উচ্চিংড়ের দল গিরগিটির পিঠে চড়ে বস্‌ল। গিরগিটি ও ব্যাঙ আহ্লাদে নাচতে লাগলেন। ব্যাঙ গান ধরলেন,

পিঁপ্‌ড়িয়ারে ভোকর,
চিল্‌হর্‌ মারে ঠোকর্‌,
এক চিল্‌হর্‌ কাণা
পিঁপ্‌ড়িয়াকে নানা

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল, হঠাৎ ভিটের দেওয়ালের ওপর নজর পড়াতে ব্যাঙের গান বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাঙ ভয়ে আঁৎকে উঠে তাড়াতাড়ি সুড়ঙ্গে গেলেন। গিরগিটিও ভয়ে ব্যাঙের পেছু নিলেন।

সুড়ঙ্গে ঢুকেও ব্যাঙ ভাবতে লাগলেন, "কোথা যাই, কোথা লুকোই।" পিপীলিরা ও উচ্চিংড়েরা ত প্রথমে কি হ'ল বুঝতেই পারলে না। শেষে ভাঙা দেওয়ালের ওপর দ্যাখে এক বিকটাকার পাখী বসে আছে। এ পাখী কেউ আগে কখনো দেখেনি। বুড়ো উচ্চিংড়ে দাদামহাশয় অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করে বল্‌লেন,

থলে-গলা টেকো-মাথা হাড়গিলে নাম,
হাড় খায় মাছ খায়, খায় রোঁয়া চাম,
ইঁদুর বাদুড় খায়, খায় কোলা ব্যাঙ,
শুঁয়োপোকা আরশোলা খায় মাছ চ্যাঙ,
যাহা পায় তাহা খায়, না করে বিচার,
গিরগিটি বরবটি সব একাকার,
ঘেঁটুফুল তেলাকুচা গোবরিয়া পোকা,
আস্ত গিলিয়া খায় কচি কচি খোকা।

হাড়গিলের পরিচয় পেয়ে ভয়ে উচ্চিংড়েদের গায়ের শুঁয়ো খাড়া হয়ে উঠল। যে যার কোঠরে গিয়ে আশ্রয় নিলে।

হাড়গিলে পাখী অনেক দূরে তেফড়্‌কা নদীর ওপারে থাকেন।



থলে-গলা টেকো-মাথা হড়গিলে নাম

দাঁড়কাকের নেমন্তন্ন পেয়ে আসতে তাঁর দেরি হয়ে গেছে। এসে দেখলেন খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার সব শেষ হয়ে গেছে। এতখানি পথটা শুধুই ফিরে যাবেন তাই ভাবতে ভাবতে ভিটের ভাঙা দেওয়ালের ওপর এসে বসেছেন। হাড়গিলে বসে এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন, আর মাঝে মাঝে পালক ঝাড়া দিতে লাগলেন।

এদিকে অন্ধকার হয়েছে দেখে গর্তের মুখে গড়গড়ি এসে হীশ্ হীশ্ করে আস্তে আস্তে শিস দিতে লাগলেন। কিন্তু শিস দিলে হবে কি, ব্যাঙ যে সুড়ঙ্গ ছেড়ে কোথায় লুকিয়েছেন তার ঠিকানাই নেই। অনেকক্ষণ শিস দেবার পরও যখন কেউ বেরল না, তখন গড়গড়ি ব্যাঙের সন্ধানে দেওয়ালের ফাটল বেয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন। হাড়গিলের ভয়ে ব্যাঙ সুড়ঙ্গ থেকে পালিয়ে এসে নড়নচড়নশূন্য হয়ে এক ফাটলে লুকিয়ে ছিলেন। এখন সাপকে আসতে দেখে একেবারে ভয়ে কাট হয়ে "সীত্তারাম সীত্তারাম" জপ করতে লাগলেন। এই বুঝি গড়গড়ি শিস দেয়, তাহ'লেই তাঁকে বেরিয়ে আসতে হবে।

এমন সময় হাড়গিলে দেখলে দেওয়ালের ওপর নড়ে ওটা কি? ডানা মেলে এক ছোঁ মেরে হাড়গিলে গড়গড়িকে একেবারে সেই তেফড়কা নদীর ওপারে নিয়ে গেলেন।

খানিক পরে উচ্চিংড়েরা হাড়গিলে উড়ে গেছে দেখে আস্তে আস্তে গর্ত থেকে বেরিয়ে এল। কালো পিপীলিরাও এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিলে।

এখন সব বিপদ কেটে গেছে। উচ্চিংড়ে রাজা বললেন, "তোমরা সবাই ফূর্তি কর।"

কিন্তু গিরগিটি কই? ব্যাঙই বা কোথায়? চারিদিকে খোঁজ পড়ে গেল। গিরগিটি সুড়ঙ্গের এককোণে ঘাপটি মেরে চুপ করে বসে আছেন। গিরগিটিকে ত পাওয়া গেল, কিন্তু ব্যাঙ কই?

গিরগিটি বল্‌লেন, "ব্যাঙ যে সুড়ঙ্গ থেকে কোথায় পালিয়েছেন, তার ঠিকানা নেই। তখন ব্যাঙ কি করছিলেন দেখবার মত অবস্থা আমার ছিল না।"

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ব্যাঙকে মিল্‌ল না। তবে কি হাড়গিলে তাকে নিয়ে গেল? সন্ধ্যের আঁধার ঘনিয়ে এল। দুঃখে সবাই ম্রিয়মান। উচ্চিংড়েরা গান ধরলে,

ঝম্ ঝম্ ঝম্
ঝুমুর ঝুমুর ঝুমুরি
রি রি রি

রাজা আইলন্ রাণী আইলন্ ভুট্টা দেলন্ আগ্‌মে,
শাগ্ পাকাকে রোটী খাইলন্ এক ঝঝ্‌ঝর তাড়ি রে,
রি রি রি
আইগন্ লোটে বাইগন্ লোটে খিরা লোটে বাগ্‌মে
লাল্ পালং পর বেঙবা লোটে লম্বা এসন্ দাড়িরে
রি রি রি

কাঁহা গেইলই বেঙবা কাঁহা গেইলই হো
এহন্ সুন্নর্ বেঙ কাঁহা পাইবই হো,
ঝুমুর ঝুমুর ঝুমুরি
রি রি রি
আরে ফুদ্দি চিড়ইয়াঁ বোল্ মোরে কো
লে গইল বেঙবা কাঁহা গেইলই হো
রি রি রি
ঝুমুর ঝুমুর ঝুমুরি
ঝম্ ঝম্ ঝম্

ব্যাঙ এতক্ষণ ফাটলের মধ্যে কাট হয়ে বসে ইষ্টনাম জপ করছিলেন। উচ্চিংড়েদেব গান কানে যাওয়ায় তাঁর চমক ভাঙল। দেখলেন হাড়গিলে নেই, সাপও নেই। উচ্চিংড়েরা তাঁর অভাবে দুঃখ করছে জেনে মনে বেশ একটু গর্ব অনুভব করলেন। উচ্চিংড়েদের জানান দেবার জন্যে গলা ফুলিয়ে হাঁকলেন,

"কট্ কট্ কট্ কট্ কোঁ
হাম্মে ইধর হোঁ।"

উচ্চিংড়েরা ব্যাঙের আওয়াজ পেয়ে সমস্বরে রি রি করে চীৎকার করে উঠল। গিরগিটি ঠিক্ ঠিক্ করতে লাগলেন, পিপীলিরা আনন্দে শুঁড় নাড়তে লাগ্ল। ব্যাঙ এসে সকলের সঙ্গে মিলিত হলেন।

এখন আর কোনো উপদ্রব নেই। এবার সকলে সুখশান্তিতে বাস করতে পারবেন। চারিদিকে আনন্দের ধুম পড়ে গেল।

প্রতিহারী এসে বললে, "রাণীমা ও সখীরা ব্যাঙের গান শোনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন।"

সকলেই গান করবার জন্যে ব্যাঙকে অনুরোধ করতে লাগলেন।

ব্যাঙ বল্লেন, "তোমরা সকলে যোগ দিলে গান করতে পারি।"

ব্যাঙ তাঁর পুরনো কলমী ডাঁটার সারঙ্গ বের করে তারে মোচড় দিয়ে আরম্ভ করলেন,

ও না মাসি ঢং গুরুজি চিতং
মেরা সারংমে বাজিছে ক্যাসা ভালা রং

উচ্চিংড়েরা।—

ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ
ইচ্ কিচ কিচ্ কিচ্ কিচ্

ব্যাঙ।—

কোঁ কোঁ কোঁ

মেরা সারংমে বাজিছে নয়া নয়া ঢং

পিপীলিগণ।—

চিঁ চিঁ চিঁ

গিরগিটি।—

ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্

ব্যাঙ।—

শুনো জি শুনো জি নয়া নযা ঢং

মেরা সারংমে বাজিছে ক্যাসা ভালা বং

মহানন্দে রাত্রি কেটে গেল।

—

